Name of Newspaper / Electronic Media	:	সংবাদ
Date	:	২৯/৭/২০১৭
Page/Time	:	৭

পরিত্যক্ত নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সন্ধানে

সাজেদুল ইসলাম

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করলেও আমাদের দেশে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে যার কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নতি অর্জন করতে পারছি না। আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু তাদের পরিবার ও সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। আমাদের সবার উচিত তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা। কারণ তারাও আমাদের দেশের নাগরিক, তাদের প্রতি অবহেলা করে আমরা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারব না।

বাংলাদেশের অধিকাংশ শহর ও নগরে বিশেষ করে বড় শহরে অভিভাবকহীন পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা, ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বারংবার প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ বাংলাদেশ। এসব দুর্যোগের কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশুরা অনেক সময় তাদের মা-বাবা দুজনকেই হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে অথবা দরিদ্রতার কারণে কখনো কখনো মা-বাবা কর্তৃক পরিত্যক্ত হচ্ছে। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ভাঙন ইত্যাদি কারণে বিপুলসংখ্যক শিশু প্রায়ই পরিত্যক্ত হচ্ছে। পরিত্যক্ত শিশুদের মধ্যে ০ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের অবস্থা অন্যান্য বয়সী শিশুদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

অন্যদিকে নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন নির্যাতনের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের মতো ঘটনা ঘটছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান তাদের মা-বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে স্বীকৃতি না পেয়ে পরিত্যক্ত হয়ে রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। বেশিরভাগ নির্যাতিত নারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা নিজেদের অধিকার, আইনি সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সচেতন নন। সামাজিক বৈষম্যের কারণে ও নারীর ক্ষমতায়নের অভাবে যৌন হয়রানি ও সহিংসতার দায়ভার প্রায় সময় নারীর ওপরই বর্তায়। এ কারণে নির্যাতিতরা নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং সে তার পরিবার ও সমাজ থেকে কোন ধরনের সহায়তা পায় না। এর ফলে বাধ্য হয়ে যৌন হয়রানির শিকার নির্যাতিতরা তাদের পরিবার ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। যার ফলশ্রুতিতে তারা অপরিচিত, সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তির কাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা রাস্তায় থাকতে বাধ্য হয়।

অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের গর্ভের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের কথা কাউকে জানাতে চায় না। এই অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ ও গর্ভপাতে অনেকের অসম্মতির কারণে তাদের জীবনে বড় ধরনের মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং তাদের করুণ পরিণতি বরণ করে নিতে হয়। যৌন নির্যাতনের শিকার মেয়েটি যখন তার গর্ভের সন্তানের জন্মের জন্য ঘর ছাড়ে তখন একটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত আশ্রয় পাওয়া এবং নিরাপদে সন্তানের জন্ম দেয়া তার জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে মেয়েটি এবং তার অনাগত শিশুর জীবন সত্যিকার অর্থেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যখন সেই অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুটির জন্ম হয় তখন অনেক সময় মেয়েটি বাধ্য হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে, যা ওই সদ্যজাত শিশুটির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তারিক মাসুদ, পোগ্রাম ম্যানেজার, কেএনএইচ আহছানিয়া দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্র, এর মতে, গরিব মানুষেরা সবচেয়ে বেশি এই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। এদের সহজেই লোভ দেখিয়ে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে এ সব (গরিব) মেয়েরা যখন ভিকটিম হচ্ছে তখন শারীরিকভাবে একটা রিস্ক ফিল করে এবং তার পরিবারও একটা রিস্কের মধ্যে পড়ে যায়। তখন তারা এই মেয়েটাকে ধরি ৬ মাসের বা আট মাসের প্রেগনেন্ট তখন তারা এটা কারো কাছে বলতে পারে না। তখন তারা বিভিন্ন ক্লিনিকে বা কবিরাজের কাছে যায়। এ সময় মেয়েটার জীবন আরও রিস্কে পড়ে যায়। মৃত্যুও হতে পারে।

এক্ষেত্রে সমস্যা হলো পরিবার তাকে গ্রহণ করতে চায় না, পরিবার ক্ষতিপূরণ চাইলে হুমকির শিকার হতে হয়, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, এমনকি এ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান কোথায় গেলে পাওয়া যায় সেটাও জানে না। আবার ধর্মীয় কারণে এটা প্রকাশ করতে পারে না। যারা ভিকটিম হয়ে গেল, সেটা দেখে যাদের ভিকটিম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারা সবসময় একটা সামাজিক অনিরপত্তায় ভোগে। শিশুরা যেহেতু কোমলমতি তাদের একটু লোভ দেখালেই তারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এক্ষেত্রে পরিচিতজনেরাই এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে। অনেক সময় মেয়েরা সুইসাইড করে। বড় লোকের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না অথবা তারা ম্যানেজ করে নেয়। যেহেতু তার পরিবার তাকে গ্রহণ করতে চায় না, সামাজিক স্বীকৃতি থাকে না, সে পরবর্তী সময় তার কোন উপার্জন সোর্স থাকে না, তখন তাকে বাধ্য হয়ে পতিতাবৃত্তিতে যেতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। গ্রাম্য সালিশের ক্ষেত্রে মেয়েটায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। থানায় গেলে নালিশ নেয় না।

তারিক মাসুদের মতে, এ কাজগুলো করতে গিয়ে দেখা যায় এই ধরনের ঘটনা কেউ বলতে চায় না। মানসিক কাউন্সিলিং দিতে গেলে সে আতঙ্কগ্রস্ত থাকে সে কারণে সে এটাকে নিতে পারে না। সে বিশ্বাস স্থাপন করতে তার সময় লাগে। তার ভেতরে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে। পরিবারের দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। এই সব কেসে মেয়েটির বয়স কম থাকায় ডেলিভারির ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। তাকে ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে জব প্লেসমেন্ট করতে সমস্যা হয়। তার সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সময় লেগে যায়। সে আইনবিষয়ক সহায়তা নিতে রাজি হয় না। তাকে এই সেন্টার ত্যাগ করানোর পর হুমকির মুখে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে কমিউনিটির লোকজনেরাও ভালো চোখে দেখে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও অনেক সময় ভুল বোঝে।

তারিক মাসুদ মনে করেন এই সমস্যাটি সমাধান না হলে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, খুন ও আত্মহত্যা প্রভৃতি বেড়ে যাবে। সমাধানের জন্য ধর্মীয়ভাবে প্রচার করা যেতে পারে। সোস্যাল মোবিলাইজেশন গড়ে তোলা দরকার। মিডিয়া ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের র‍্যালি, সরকার কর্তৃক পুনর্বাসন, সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড প্রদান ও লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা দরকার। পোস্টার লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে। জনপ্রতিনিধিরা তাদের সব বক্তব্যের সময় এটাকে প্রচার করতে পারেন। স্কুল, কলেজ ও বস্তি এলাকায় সচেতনতা কার্যক্রম করা যেতে পারে। সরকার বিজ্ঞাপন তৈরি করে প্রচার করতে পারে। জনসমাগম হয় এমন জায়গায় বড় বড় সাইনবোর্ডে এ সবের শাস্তি সম্বলিত বিষয় নিয়ে বিলবোর্ড হতে পারে। হাসপাতালগুলোতে আলাদা বেড তৈরি ও ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সর্বোপরি রাষ্ট্রকেই পুরাপুরিভাবে শিক্ষা থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারের উচিত এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে নারীরা তাদের যথাযথ সম্মান পাবে এবং যাবতীয় অনাচারের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নেবে।

পরিত্যক্ত নারী ও শিশুদের সমস্যা সমাধানকল্পে বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার অগ্রণী ভূমিকা না নিলে বেসরকারি উদ্যোক্তা/এনজিওদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভবপর হবে না। পরিস্থিতি ক্রমশ: অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট সবার এই ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কেএনএইচ জার্মানির আর্থিক সহায়তায় পরিত্যক্ত শিশু ও নারীদের জন্য রাজধানীর মিরপুরের দক্ষিণ পাইকপাড়ায় একটি সেবাকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এই কেন্দ্রে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয় অর্থাৎ সেবার বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না।

এই কেন্দ্রে উপকারভোগীরা হচ্ছে ০ থেকে ৫ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশু যাদের বসবাসের জন্য নিরাপদ জায়গা নেই এবং যারা মা-বাবার যত্ন ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। নির্যাতিত নারী যারা ধর্ষণের শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়েছেন, যাদের সন্তান জন্ম দেয়ার মতো কোন আশ্রয় নেই এবং সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের কোন অবলম্বন নেই। শিশুর জন্ম ও পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে অক্ষম নারী। এখানে পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য আবাসিক সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং সেবা এবং মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েরা প্রসবপূর্ব, প্রসব পরবর্তী এবং শিশু জন্মের পর ৬ মাস পর্যন্ত সেবা গ্রহণ করবেন।

এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হলো পরিত্যক্ত ছেলেমেয়ে শিশু এবং গর্ভবতী মা যারা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার, তাদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা; পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য বয়সভিত্তিক খাবার, জামাকাপড়, মাতৃস্নেহ, চিকিৎসা সেবা, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদনসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুবিধা প্রদান করা; শিশুদের নিজ পরিবারে পুনর্বাসন করা অথবা কোন আগ্রহী দম্পতির কাছে লালন-পালনের জন্য প্রদান করা; শিশুদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানের জন্য আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে পুনর্বাসন করা; গর্ভবতী মায়েদের জন্য গর্ভকালীন সেবা এবং নিরাপদ প্রসবে সহায়তা প্রদান করা; গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্বল্পকালীন (শিশু জন্মের পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত) নিরাপদ এবং সুরক্ষিত আবাসিক সেবা ও যত্ন প্রদান করা; মানসিক ক্ষতি পুষিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারে গর্ভবতী মায়েদের জন্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা; গর্ভবতী নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও চাকরি প্রাপ্তিতে অথবা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

পরিত্যক্ত শিশু ও নির্যাতিত অসহায় নারীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য পুলিশ, এনজিও, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

[লেখক : সাংবাদিক]
sissabuj@yahoo.com